সবজির রোগ পোকা দমন পদ্ধতি

ওয়েষ্টবেঙ্গল অ্যাক্সিলারেটেড ডেভেলপমেন্ট অফ মাইনর ইরিগেশন প্রজেক্ট

সবজির রোগ নিয়ন্ত্রণ

সবজি ফসল ও তার রোগ	লক্ষণ	প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
টমেটো/বেগুন/লঙ্কার রোগ বেগুন, টমাটো ও লঙ্কার ঢলে পড়া — ব্যাকটেরিয়া জনিত	• ফুল আসার পর ঝিমাতে শুরু করে। • আক্রান্ত গাছের কান্ড কেটে সাদা জলে দিলে ব্যাকটেরিয়ার পুঁজ জল ঘোলা করে।	• মাটি পরীক্ষা করে অম্লত্বতে চুন প্রয়োগ (৪০ কেজি/বিঘা)। • জমি তৈরিতে ট্রাইকোডার্মা ও সিউডোমোনাস প্রয়োগ। • শিকড় স্ট্রেপ্টোমাইসিনের দ্রবণে শোধন। • মূল জমিতে চারা বসানোর আগে ২ কেজি ব্লিচিং পাউডার (বিঘাতে) দিয়ে সেচ। • রোগের প্রাদুর্ভাবে ব্যাকট্রিমাইসিন স্প্রে ও বছর দুয়েক অন্য জাতীয় সবজি চাষ।
বেগুনের পাতা ধ্বসা, ডাঁটা ও ফল পচা	• গরম ও আর্দ্র পরিবেশে পাতায় ছত্রাকজনিক বাদামী ধ্বসা ও ডাঁটাতে বাদামী দাগ ও ক্ষত সৃষ্টি হয়। • ফলের উপর হালকা জলবসা দাগ হয়ে ফল পচে।	• পরিচ্ছন্ন চাষের সঙ্গে আক্রান্ত পাতা, গাছ ও ফল বিনষ্ট। • কপার হাইড্রক্সাইড বা ক্লোরোথ্যালোনিল ২.৫ গ্রাম/লি. স্প্রে।
বেগুনের তুলসীপাতা রোগ	• পাতা ও নতুন বেড়োনো কুঁড়ি ছোট হয়ে গুচ্ছাকারে গাছ ছোট হয়ে যায়। • আক্রান্ত গাছে ফুল/ফল ধরে না।	• চারা রোয়ার আগে ইমিডাক্লোপ্রিডে শোধনের সঙ্গে অবশ্য কর্তব্য ব্যবস্থা। • আক্রান্ত গাছ মাটি সমেত তুলে দূরে বিনষ্ট। • ইমিডাক্লোপ্রিড/থায়অমিথোক্সাম পরে ব্যাকট্রিনাশক স্প্রে।
টমাটোর জলদি ধ্বসা	• ছত্রাকজনিত ধ্বসাতে শীতের শুরু বা শেষের দিকে পাতা বা ডাঁটার উপর কালো চিটে দাগ ও হলুদ ছাপ পরে। • ফলের বোঁটার অংশে গাঢ় বাদামী দাগ পড়ে।	• পরিচ্ছন্ন চাষ ব্যবস্থা ও কর্তব্যের সঙ্গে জমিতে ট্রাইকোডার্মা প্রয়োগ জরুরী। • টমাটোর ঠেকান ও গাছ বাঁধা। • আক্রমণে রোগাক্রান্ত পাতা ও নিচের পাতা বিনষ্ট করে

সবজি ফসল ও তার রোগ	লক্ষণ	প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
		মেটালাক্সিল+ ম্যানকোজেব বা সাইমক্সানিল + ম্যানকোজেব বা অ্যাজক্সিস্ট্রবিন ২ গ্রাম ২ মিলি/লিটার জলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্প্রে।
টমাটোর নাবি ধ্বসা	• ছত্রাকজনিত ধ্বসা শীত ও কুয়াশা বৃদ্ধির সঙ্গে আক্রমণ করে আর পাতা হলুদ ও পরে বাদামী হয়ে গাছ মরে।	উপরের মতো
টমাটোর ও লঙ্কার পাতা কোঁকড়ানো বা কুটে রোগ	• শোষক পোকা বাহিত ভাইরাস আক্রমণে পাতা হলুদ হয়ে বেঁকে কুঁকড়ে গাছ বসে যায়। • লঙ্কার ক্ষেত্রে পাতা এবড়ো খেবড়ো ভাবে উপরে বেঁকে যায়।	• অবশ্য কর্তব্যগুলি ও বজতলায় মশারী সাদ মাছি প্রতিরোধ। • শিকড় ইমিডকেলাপ্রিডে শোধন ও চাপানে দানা বিষ প্রয়োগ। • রোগ দেখা গেলে পাতা ও আক্রান্ত গাছ দুরে পুঁতে বিনষ্ট করা। • ইমিডাক্লোপ্রিড ১ মিলি/৫লি জলেবা বুপ্রোফেজিন ১ মিলি/ লিটার বা থায়ামিথোক্সাম ১ গ্রাম/৫ লিটার জলে পাল্টে স্প্রে।
বেগুন, টমাটো ও লঙ্কার ছত্রাক জনিত গোঁড়া পচা	• বর্ষার সময় বা স্যাঁতস্যাতে/আদ্রাতায় ছত্রাকজনিত গোড়া পচা হয়। • প্রথমে পাতা ঝরে যায়। • গোঁড়া ও ডাঁটা কালো হয়ে পচে ব্যাপক ক্ষতি হয়।	• অবশ্য কর্তব্য, প্রতিরোধী ব্যবস্থা, ভালো জলনিকাশী ও জৈবসারে ট্রাইকোডার্মা প্রয়োগ। • আক্রান্ত গাছের গোঁড়া পরিষ্কার করে কার্বেন্ডাজিম + ম্যানকোজেবের মিশ্র ছত্রাকনাশক ২ গ্রাম বা হেক্সাকোনাজোল ১.৫ মিলি বা প্রোপিকোনাজোল ২ মিলি/লিটারে স্টিকার দিয়ে স্প্রে।
ভেণ্ডির রোগ পাতার শিরা হলদে হওয়া বা সাহব রোগ।	• সাদা মাছি বাহিত ব্যাপক ক্ষতি করা ভাইরাস রোগ। • প্রথমে পাতার শিরা-উপশিরা হলুদ হয়ে পাতা ফ্যাকাসে হয়।	• অবশ্য কর্তব্য ব্যবস্থা, ও পরিচ্ছন্ন চাষ ব্যবস্থার সঙ্গে শোষক পোকার সামগ্রিক প্রতিরোধ। • বীজ বোনার সঙ্গে দানা বিষ প্রয়োগ।

সবজি ফসল ও তার রোগ	লক্ষণ	প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
	• গাছ বসে যায় ও ফলন ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়।	• বৃদ্ধি ব্যবস্থায় নিমজাত কৃষি বিষ প্রয়োগ। • সাদা মাছি দেখা গেলে আগে বলা টমাটো/লঙ্কার কুটে রোগের মত ব্যবস্থা।
কুমড়ো জাতীয় সবজির রোগ মোজাইক বা কুটে রোগ	• সাদা মাছি ও শোষক পোকা বাহিত ভাইরাস রোগ। • পাতায় হলুদ-সবুজের নক্সা হয়। • আক্রান্ত গাচের পাতা ছোট হয়ে যায়। • ফুল আসেনা, গাছ নষ্ট হয়, ফলন কমে।	• নির্ভরযোগ্র প্রতিষ্ঠান থেকে বীজ নেওয়া। • শোষক পোকার সামগ্রিক প্রতিরোধ। • পরিচ্ছন্ন চাষ ও আগাছা নাশ। • বাকি উপরের মত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।
হলদে ধ্বসা বা ডাউনি মিলভিউ	• কুমড়ো জাতীয় সবজির সর্বাধিক ব্যাপ্ত ছত্রাক জনিত রোগ। • আবহাওয়া নির্ভরশীল রোগ বর্ষার আর্দ্রতায় ও শীতের কুয়াশাতে বেশি হয়। • পাতায় হলুদ ছোপ পড়ে বাদামী হয়ে গাছ বলে মারা যায়।	• ভালো বীজে, পরিচ্ছন্ন চাষ ও আবশ্যিক ব্যবস্থা। • জৈব সারে ট্রাইকোডার্মা প্রয়োগ ও ভালো নিকাশী। • আক্রান্ত পাতা, গাছ তুলে দূরে পুঁতে বিনষ্ট। • আক্রমনে মেটালাক্সিল + ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম বা সাইমক্সানিল + ম্যানকোজর ২ গ্রাম বা ফসিটাইল-এল ২.৫ গ্রাম বা প্রোপিনের ৩গ্রাম/লিটারে স্প্রে।
সাদাগুঁড়ো বা পাউডারি মিলডিউ	• কুমড়ো জাতীয় সবজিতে শীতের শেষে ও গ্রীষ্মের গোঁড়ায় ছত্রাকজনিত রোগ। • সাদা গুঁড়ো ছত্রাক পাতায় পরে বাদামী হয়ে যায় আর পাতা ঝরে ফলন কমে।	• পরিচ্ছন্ন চাষ পদ্ধতি ও জলনিকাশী ভালো রাখা। • আক্রান্ত পাতা ও গাছ দূরে পূঁতে বিনষ্ট। • থায়াফেনেট মিথ্যাইল ১ গ্রাম বা ট্রাইডিমর্ফ ১ মিলি/লিটার জলে গুলে স্প্রে।
পটলের ডাঁটা, ফল-পচা ও পাতার হাজা	• বর্ষাকালে আদ্রর্তার ছত্রাকজনিত এই রোগের আক্রমণ হয়। • পাতায় বাদামী পচা/হাজা।	• পরিচ্ছন্ন চাষ ব্যবস্থার সঙ্গে আবশ্যিক কর্তব্যগুলি। • উত্তম জল নিকাশী ও মাচাতে পটল চাষ বিশেষতঃ বর্ষাকালে। • জমিতে ট্রাইকোডার্মা প্রয়োগ ও লাগানোতে লতা/মূল শোধন।

সবজি ফসল ও তার রোগ	লক্ষণ	প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
	• ডাঁটা পচে ও পরে ফল পচে ফলনে ব্যাপক ক্ষতি হয়।	• রোগ আক্রমণে কপার অক্সিক্লোরাইড ৪ গ্রা বা হাইড্রক্সাইড ২.৫ গ্রাম বা মেটালাক্সিল + ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম বা অ্যাজক্সিস্ট্রবিন ২ মিলি/লি জলে স্টিকার দিয়ে স্প্রে।
কপি জাতীয় সব্জীর রোগ চারা ধ্বসা ও ঢলে পড়া	• মাটি বাহিত ছত্রাকজনিত আর্দ্রতা সহায়ক রোগ। • চারার গোড়া কালো হয়ে পচে ঢলে মারা যায়।	• প্রথম অধ্যায়ের মত বীজ শোধন ও চারা তৈরির ব্যবস্থা। • আক্রমণ দেখা গেলে উপরের মত স্প্রে করা।
কপির কালো শিরা ও পচা	• আর্দ্রতা সহায়ক ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ। • পাতার ধার থেকে ভিতরে তিনকোনা হলুদ হয়ে শিরা কালচে হয়ে পচে ফলন পুরো নষ্ট হয়।	• পরিচ্ছন্ন চাষের সঙ্গে বীজশোধন ও প্রথম অধ্যায়ের মত ব্যবস্থা। • জমিতে ট্রাইকোডার্মা ও সিউডোমোনাস প্রয়োগ। • প্রাদুর্ভাবযুক্ত এলাকায় স্ট্রেপটোমাইসিন সালফেট ১ গ্রাম/১০ লি বা ব্যাকট্রিনাশক ১/২ গ্রাম/লিটার জলের দ্রবণে শিকড় শোধন। • রোগের আক্রমণে আক্রান্ত পাতা পুড়িয়ে বিনষ্ট করে স্রেপটোমাইসিন সালফেট ১ গ্রাম + কপার অক্সিক্লোরাইড ৩ গ্রাম/লিটার জলে গুলে আঠার সাথে ২/৩ বার স্প্রে।
কপির ধ্বসা ও একপেশে পচা	• আর্দ্রতা কুয়াশা সহায়ক ছত্রাকজনিত। • নীচের পাতায় বাদামী ও কালো দাগ আয়তনে বড় হয়ে একদিক পচতে শুরু করে।	• উপরের রোগের সঙ্গে একসঙ্গে দেখা যায়। • টমেটোর জলদি ধ্বসার স্প্রের সঙ্গে উপরের স্প্রেও পাল্টাপাল্টি করে নিতে হবে।
পেঁয়াজ ও রসুনের রোগ পাতায় দাগ ও ধ্বসা	• শীতের শেষে গরম বাড়লে ছত্রাক আক্রমণে পাতায় ও কলিতে ডিম্বাকার দাগ বড় হয়ে গাছ শুকিয়ে যায়।	• পরিচ্ছন্ন চাষের সঙ্গে ভালো বীজ ও জমিতে ট্রাইকোডার্মা। • আক্রমণে ক্লোরোথ্যালোনিল ২ গ্রাম বা ডাইফেনকোনাজোল ১/২ গ্রাম বা প্রোপিকোনজোল ১ মিলি বা অ্যাজিক্সিস্ট্রবিন ২ মিলি/লিটারে স্টিকার দিয়ে স্প্রে।

সবজি ফসল ও তার রোগ	লক্ষণ	প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
স্টেমফাইলাম ধ্বসা	• পাতায়, কলিতে হালকা কমলা/হলুদ দাগ ও পরে কলি শুকিয়ে নষ্ট হয়।	আগের মতই প্রতিকার ব্যবস্থা
ওল ও কচুর রোগ গোঁড়া পচা	• বর্ষাকালে কাণ্ড ও কন্দের সংযোগে বাদামী কালচে দাগ পড়ে পচে। • ডাঁটার গোঁড়া আলগা হয় ও টানলে উঠে আসে।	• রোগমুক্ত বীজ কন্দের সঙ্গে কন্দ ছত্রাক নাশকে শোধন করে লাগানো। • আক্রমণে মাটি আলগা করে কপার অক্সিক্লোরাইড ৪ গ্রাম বা হাইড্রক্সাইড ২.৫ গ্রাম/লি. জলে গুলে ২/৩ বার স্প্রে।
পাতা ধ্বসা	• পাতায় প্রথমে ছোট গোলাকার দাগ শুকিয়ে হলুদ/কমলা হয়। • পরে মাঝে ফুটো হয়ে চারদিকে হলুদ আভা থাকে।	মেটালাক্সিল + ম্যানকোজেব বা সাইমকসানিল + ম্যানকোজেব ২-২.৫ গ্রাম/লি. জলে অবশ্য আঠা দিয়ে স্প্রে।
বেবিকর্ণের রোগ পাতা জ্বলা	• পাতাতে হলদে জ্বলা দাগ বড়ো হয়ে ফলন নষ্ট করে।	• টেট্রাকোনাজোল ২ মিলি বা হেক্সাকোনাজোল ১.৫ মিলি/লি. স্প্রে।
শাক জাতীয় সবজিতে ধ্বসা পচার ক্ষেত্রে জৈব রোগনাশক স্প্রে করুন।		

সবজির কীট শত্রু নিয়ন্ত্রণ

সবজি ফসল ও তার কীটশত্রু	লক্ষণ	প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
টমাটো টমাটোর ফল ছিদ্রকারী ল্যাদা	• ফল আসার সময় থেকে ও পাকার মুখে এই ল্যাদা যথেষ্ট ফলন নষ্ট করে। • অর্ধেক ফলের বাইরে অর্ধেক ভিতরে দেখা যায়।	• অবশ্য কর্তব্য, সঙ্গে আক্রান্ত ফল তুলে পোকাশুদ্ধ বিনষ্ট করা। • টমাটোর মাঝে একসারি হলুদ গাঁদা লাগিয়ে তাতে স্প্রে। • ফলের বৃদ্ধি দশায় এন.পি.ভি. প্রয়োগ। • বেশি আক্রমণে কার্বালিক ২.৫ গ্রাম/লি বা ফ্লুবেন্ডিয়ামাইড ১ মিলি/৫ লি জলে স্টিকার দিয়ে স্প্রে।
বেগুন ডাঁটা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা	• আর্দ্রতা বাড়ার সঙ্গে বর্তমানে এই ল্যাদা পোকার আক্রমণে চাষিরা জেরবার। • স্ত্রী মথ কচি ডাঁটা/মুকুলে ডিম পাড়ে। • কীড়া ডাঁটা ও ফলের শাঁস খায়।	• অবশ্য কর্তব্যগুলি সঙ্গে পরিচ্ছন্ন চাষ ও নিমখোল প্রয়োগ আর পূর্বে বলা নিমজাত কৃষিবিষ প্রয়োগ। • আক্রান্ত হেলে যাওয়া ডাঁটার কিছুটা স্থানের নিচে কেটে মাটিতে পুঁতে বিনষ্ট করা। • আক্রমণে স্পিনোস্যাড ১ মিলি বা ফ্লুবেন্ডিয়ামাইড ১ মিলি/৫ লি. জলে বা ল্যামডা সাইহ্যালোথ্রিন ১মিলি/লি. জলে স্টিকার সহযোগে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্প্রে।
লাল মাকড়	• সকল সবজিতেই ব্যাপক এই আনুবীক্ষণিক পোকা রস শোষন করে ফলন ধ্বংস করে। • পাতার বিবর্ণ ও সালোকসংশ্লেষের অনুপযুক্ত হয়। • বৃষ্টির সময় ছাড়া তাপে আক্রমণ বাড়ে।	• সামগ্রিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা। • নিমখোলের সঙ্গে প্রাথমিক চাষে করনঞ্জা খোল প্রয়োগ। • বেশী আক্রমণে মিলাবিমেকটিন ১/২ মিলি বা এবামেকটিন ২ মিলি বা প্রপারজাইট ২ মিলি বা স্পাইরোমেসিফেন ১ মিলি / লিটারে আঠার সাথে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্প্রে।
লঙ্কা ও ক্যাপসিকাম থ্রিপস বা চোষী পোকা	• লঙ্কা ছাড়াও বেগুন ও কুমড়ো জাতীয় ফসলেও আক্রমণ করে।	• পরিচ্ছন্ন চাষের সঙ্গে রোয়ার আগে শিকড় শোধন ও চাপানে দানা বিষ।

সবজি ফসল ও তার কীটশত্রু	লক্ষণ	প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
	• রস চুষে খাবার ফলে পাতা কুঁকড়ে, কুঁড়ি নষ্ট হয়ে ফলনে ক্ষতি হয়।	• নিমখোল প্রয়োগ, নিম তেল স্প্রে ও শোষক পোকার হলুদ ফাঁদ লাগানো। • আক্রমণে ইমিডাক্লোপ্রিড ১ মিলি/মলি বা থায়ামিথোক্সাম ১ গ্রাম/৫ লি বা স্পাইরোমেসিফেন ১ মিলি/লি জলে স্প্রে।
জাবপোকা ও সাদামাছি	• লঙ্কা, টমাটো ও কুমড়ো ফসলে ভাইরাস রোগ ছড়ানোর সাথে রস শোষণ করে পাতা ও ফলন নষ্ট করে।	নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উপরের মত
হলুদ মাকড়	• লঙ্কা ও ক্যাপসিকামে এর আক্রমণ বর্তমানে ভয়াবহ। • পাতা উল্টানো নৌকার মতো বেঁকে যায় ও ফলন পুরো নষ্ট হয়।	নিয়ন্ত্রণ উপরোক্ত মাকড়ের মত
নিমাটোড বা শিকড় ফোলা মাটির কৃমি	• টমাটো, বেগুনসহ অন্যান্য সবজিতে আক্রমণ করে। • গাছের শিকড় গাঁটের মত ফুল যায় বা পুঁতির মত হয়। • গাছ বসে যায় ও ফলন সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়।	• আক্রমণ দেখা গেলে পরিকল্পনা ভিত্তিক জমি কৃমিমুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। • অবশ্য কর্তব্যগুলোর সাথে নিম খোল ও জৈবসারে প্যাসিলোমাইসিস প্রয়োগ করতে হবে। • ফসল চক্রে সেই সবজি ফসল ১-২ বছর বাদ রেখে গাঁদা, গম, সর্ষে রাখা জরুরী। • চারার শিকড় কার্বোসালফান ২মিলি/লি. দ্রবণে শোধন। • আক্রমণ দেখলে জমিতে কার্বোফুরান ছড়িয়ে সেচ দেওয়া জরুরী। • প্রাদুর্ভাবে সহনশীল জাতের চাষ।

সবজি ফসল ও তার কীটশত্রু	লক্ষণ	প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
ভেণ্ডি ফল ছিদ্রকারী ল্যাদা	• সবুজ মথ অগ্র মুকুলে ডিম পাড়লে ল্যাদা মুকুল ও কচি ফল খেয়ে ফলন নষ্ট করে।	প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ বেগুনের ডাঁটা ও ফল ছিদ্রকারী ল্যাদার মত।
কুমড়ো জাতীয় ফসল পাতা খাওয়া লাল কেড়ি পোকা	• চারা বেরোলে লাল কেড়ি পোকা কচিপাতা খেয়ে ক্ষতি করে। • আক্রমণে ফসল পুরো নষ্ট হয়। • পরবর্তীতে মাটিতে শিকড় ও মাটি সংলগ্ন ফলও খায়।	• পরিচ্ছন্ন চাষের সঙ্গে আবশ্যিক কর্তব্যগুলি। ত যান্ত্রিক উপায়ে বিনষ্ট। ত কার্বালিক ২.৫ গ্রাম বা ক্লোরপাইরিফস ২.৫ মিলি/লিটারে স্প্রে।
পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকা	• কুমড়ো, লাউ, উচ্ছে, ঝিঙের কচি পাতার মধ্যে সবুজ অংশ খেয়ে ফলন বিনষ্ট করে। • আক্রমণে পাতার মধ্যে এঁকাবেঁকা দাগের মত দেখায়।	• পরিচ্ছন্ন চাষের সঙ্গে নিমখোল ও নিমজাত কৃষি বিষ প্রয়োগ। • প্রাথমিক অবস্থায় এন. পি. ভি প্রয়োগ। • বেশী আক্রমণে ক্লোরপাইরিফস ২.৫ মিলি বা ডেল্টামেথ্রিন + ট্রায়াজোফসের মিশ্র কীটনাশক ১.৫ মিলি/লি স্টিকার দিয়ে স্প্রে।
ফলের মাছি	• সবরকম কুমড়ো সবজিতে মাছি কচি ফলে ডিম পাড়ে ও সাদা কীড়া ফলের নরম অংশ খেয়ে ফলন বিনষ্ট করে।	• পরিচ্ছন্ন চাষের সঙ্গে নিমখোল ও নিমজাত কৃষি বিষ প্রয়োগ আর ফেরোমে ফাঁদ লাগানো। • ফুল/ফল আসার সময় থেকে ২০ মিলি ম্যালাথিয়ন, ১০০ গ্রাম ঝোলা গুড় ২ লিটার জলে গুলে মাটির খুড়ি/নারকেল মালায় বিভিন্ন স্থানে বিষ টোপ। • বিঘা প্রতি জমিতে ২০ লিটার জলে ৫০ গ্রাম ঝোলা গুড় + ২০ গ্রাম কার্বালিক ঋ ২০ গ্রাম ইস্ট হাইড্রোলাইসেট গুলে ১০ বর্গমিটার অন্তর ১টি গাছে স্প্রে।

সবজি ফসল ও তার রোগ	লক্ষণ	প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
কপির কীটশত্রু হীরক পিঠ মথ	• পাঁশুটে মথের ডিম থেকে কীড়া/ল্যাদা পাতা খায় ও ব্যাপক ক্ষতি করে। • শীতের শেষে আক্রমণ বেশী হয়।	• পরিচ্ছন্ন চাষের সঙ্গে নিমজাত কৃষি বিষ প্রয়োগ ও যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যাবস্থা। • ফেরোমেন ফাঁদ বসানো। • আক্রমণ দেখলে ফিপ্রোনিল ১ মিলি বা নোভালিউরন ১ মিলি বা ইমামেকটিন বেঞ্জয়েট ১ মিলি/লি জলে আঠার সঙ্গে স্প্রে।
পেঁয়াজ ও রসুনের কীট থ্রিপস বা চোষী পোকা	• ছোট কালো রঙের পোকা পাতায় ও কলিতে রস শোষণ করে গাছ শুকিয়ে মেরে ফেলে। • শীতের শেষে আক্রমণ বাড়ে।	প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ লঙ্কার চোষী পোকার মতই।
ওল ও কচুর কীট শত্রু পাতা খেকো পোকা	• সবুজ ল্যাদা পাতা ও নরম ডাঁটা খেয়ে ফলনে ক্ষতি করে।	• আক্রমণে হাত দিয়ে মেরে ফেলার সঙ্গে আঠা দিয়ে ফ্লুবেন্ডিয়ামাইড ১ মিলি/৫লি জলে স্প্রে।
বেবী কর্ণের কীট শত্রু ডোরাকাটা ও গোলাপী ল্যাদা	• ডোরাকাটা খরিফে আরপ গোলাপী ল্যাদা রবি মরশুমে পাতা ও নরম কাণ্ডের শাঁস খায়। • গাছ টানলে উঠে আসে।	• জমি তৈরিতে নিমদানা প্রয়োগ ও আক্রমণের প্রাদুর্ভাবে চাপানে দানাবিষ প্রয়োগ। • ল্যাদা আক্রমণ চোখে পারলে উপরের মত স্প্রে।

Department of : **Directorate of Horticulture**
Government of West Beng

Dtd: 18/12/201
From Dept Food P
& Horticulture